

# সূচিপত্র



ভূমিকা .....	১০
আফসোস মানুষের নিত্যসঙ্গী .....	১২
আশা পূরণ হলো না! .....	১৫
যে আফসোস চিরকালের! .....	১৬
আফসোসের দিন, ইয়াওমুল হাসরাহ .....	১৭
আফসোস কী ইতিবাচক না নেতিবাচক? .....	১৯

## মৃত্যুর পর মানুষের আফসোস

প্রথম আফসোস: যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম! .....	২৫
এই আফসোস হবে তিনটি কারণে .....	২৯
দ্বিতীয় আফসোস: হায়! যদি শিরক না করতাম! .....	৩৪
কার জন্য করলাম চুরি?! .....	৩৭
তৃতীয় আফসোস: হায়! যদি মাটি হয়ে যেতাম! .....	৪০
চতুর্থ আফসোস: হায়! যদি পরকালের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠাতাম! .....	৪২
পঞ্চম আফসোস: হায়! মৃত্যুই যদি সবকিছুর শেষ হতো! .....	৪৬
মৃত্যুকে সেদিন জবাই করা হবে! .....	৪৮

যে প্রক্রিয়াটিই স্বয়ং আযাব! .....	৪৯
হিসাব চাওয়া মানেই বিপদ! .....	৫১
মনে ধরেছে জং .....	৫২
ভয়ংকর একদল! .....	৫২
<b>ষষ্ঠ আফসোস:</b> অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম! .....	৫৪
দুই বন্ধুর ঘটনা .....	৫৫
<b>সপ্তম আফসোস:</b> যদি আমাদের বড়দের ও নেতাদের অনুসরণ না করতাম! ...	৫৮
যে দুটি আয়াত কপালে ভাঁজ ফেলে .....	৬০
আগুনের বাড়িঘর! .....	৬৪
<b>অষ্টম আফসোস:</b> যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতাম! .....	৭১
প্রবৃত্তির অনুসরণ ধ্বংস ডেকে আনে .....	৭৩
<b>নবম আফসোস:</b> যদি আমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম! .....	৭৫
দুনিয়ার লালসায় আখিরাত খোয়া যায় .....	৭৬
<b>দশম আফসোস:</b> যদি আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতাম! .....	৭৯
শয়তান যখন মানুষের সঙ্গী .....	৮০
<b>একাদশ আফসোস:</b> যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! .....	৮২
ভালো-মন্দ সবকিছুই লিপিবদ্ধ হচ্ছে! .....	৮৩
<b>দ্বাদশ আফসোস:</b> মনগড়া আমলের জন্য আফসোস .....	৮৫
বিদআতিকে হাউজে কাওসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে .....	৮৬
<b>ত্রয়োদশ আফসোস:</b> যদি শয়তানের পথে না চলতাম! .....	৮৭
ঈমানহারা করতে শয়তান ওত পেতে আছে .....	৮৮

## আফসোস থেকে মুক্তির উপায়

প্রথম উপায়: দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে ভাবুন! .....	৯০
তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত .....	৯১
প্রথম বিষয়—আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদে একনিষ্ঠ হওয়া .....	৯১
দ্বিতীয় বিষয়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা .....	৯৬
তৃতীয় বিষয়—আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা .....	১০০
দ্বিতীয় উপায়: ঈমান নিয়ে বাঁচুন, ঈমান নিয়েই মরুন! .....	১০৫
শিরক হলো পাত্রের মাঝে ছিদ্র যেমন .....	১০৭
শিরক ছাড়া সব গুনাহের ক্ষমা আছে .....	১১১
তৃতীয় উপায়: আজকের আফসোস, আগামীকালের মুক্তি! .....	১১২
দুটি ভয় কখনও একত্রিত হবে না .....	১১৩
সাহাবিদের আল্লাহ-ভীতি .....	১১৫
চতুর্থ উপায়: অগ্রিম আমল পাঠিয়ে দিন! .....	১১৬
যে পাঁচটি বিষয় মূল্যায়ন করা জরুরি .....	১১৭
বান্দার হকের ব্যাপারে সতর্ক হোন .....	১১৮
নেক আমলে ব্যস্ত রাখুন নিজেকে .....	১১৯
পঞ্চম উপায়: মৃত্যুর কথা চিন্তা করুন! .....	১২২
জীবন কাটুক অচেনা হয়ে কিংবা পথচারীর বেশে .....	১২৩
ষষ্ঠ উপায়: বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন! .....	১২৫
বন্ধু চলে বন্ধুর পথে .....	১২৬

<b>সপ্তম উপায়:</b> মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করুন! .....	১২৮
সব ক্ষমতাবানদের ওপরে রয়েছে একজনের ক্ষমতা .....	১২৯
<b>অষ্টম উপায়:</b> ইসলামের মূল্য বুঝুন! .....	১৩১
আমরা সবাই জানি কিন্তু .....	১৩৩
<b>নবম উপায়:</b> চোখ-কান ও বিবেককে কাজে লাগান! .....	১৩৫
জীবন নয় গন্তব্যহীন .....	১৩৮
কিয়ামাতে যে প্রশ্নগুলো করা হবে .....	১৪০
<b>দশম উপায়:</b> আল্লাহকে স্মরণ করুন সবসময় .....	১৪২
অলসতা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন .....	১৪২
এক আলিম ও এক মজুরের ঘটনা .....	১৪৩
পরিকল্পিত-জীবন যাপন করুন .....	১৪৪
আল্লাহর স্মরণে চারটি উপকার .....	১৪৬
জিহ্বা সিক্ত থাকুক আল্লাহর যিকরে .....	১৪৭
<b>একাদশ উপায়:</b> নেক আমল দিয়ে গুনাহের ক্ষতিপূরণ আদায় করুন! .....	১৪৮
প্রতিদিনই কিছু নেক আমল করুন .....	১৪৯
একটি বাস্তব উদাহরণ .....	১৫১
<b>দ্বাদশ উপায়:</b> দলীল অনুযায়ী আমল করুন। বিদআত থেকে দূরে থাকুন! .....	১৫৩
অন্যকে নেক কাজের পথ দেখান .....	১৫৪
<b>ত্রয়োদশ উপায়:</b> শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন! .....	১৫৭
শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু .....	১৫৯
শয়তান থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় খুঁজুন .....	১৬০

হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি আফসোস .....	১৬২
এক. সূরা বাকারা তিলাওয়াত না করার জন্য আফসোস .....	১৬২
দুই. যেসব মজলিসে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করা হয় না সেসব মজলিসে যোগদানের জন্য আফসোস .....	১৬২
তিন. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ করার কারণে আফসোস .....	১৬৩
চার. ত্রুটিপূর্ণ ও রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাতকারীর জন্য আফসোস .....	১৬৪
পাঁচ. নিজের নেক আমল অন্যকে দিয়ে দেওয়ার আফসোস .....	১৬৪
আল্লাহর সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের করণীয় .....	১৬৭
বেছে নিন আপনার ঠিকানা .....	১৬৯
জান্নাতের পরিচয় .....	১৬৯
কুরআনের ভাষায় .....	১৬৯
হাদীসের ভাষায় .....	১৭১
জাহান্নামের পরিচয় .....	১৭৩
কুরআনের ভাষায় .....	১৭৩
হাদীসের ভাষায় .....	১৭৪
কয়েকটি মৃত্যু ও একজন পুলিশ অফিসার .....	১৭৫



## ভূমিকা



প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে মানুষের জন্য যে প্রপার গাইডলাইন, সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন তার নাম—আল-কুরআনুল কারীম। এই গাইডলাইনের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এর অনুসরণ করে, এরকম যেমন একটি দল রয়েছে; ঠিক তেমনি এর বিপরীত একটি দলও রয়েছে যারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাঁর দেওয়া দিক-নির্দেশনা অমান্য করে। উভয় দলই চিরন্তন সত্য একটি দিনের মুখোমুখি হবে। যেই দিনের সত্যতাকে অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। সেদিন সব মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ যখন সবার কৃতকর্মের বিচার-ফায়সালা করবেন, তখন কিছু মানুষ প্রচণ্ড আফসোস করতে থাকবে। নিজের কৃতকর্মের ওপর তীব্র আর্তনাদ শুরু করবে।

আমরা এই বইতে আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত তেরোটি আফসোসের বিষয়ে আলোচনা করেছি, যে আফসোসগুলো সেইদিন করে কোনও লাভ হবে না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস হতেও কিছু আফসোসের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেন এই আফসোসের কথাগুলো দুনিয়ার মানুষকে আগেই জানিয়ে দিলেন? আল্লাহ বড় দয়া ও মেহেরবানি করেছেন আমার-আপনার প্রতি। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ আগেই আফসোসের কারণগুলো জানিয়ে দিয়েছেন কারণ—বান্দারা যেন দুনিয়া থেকে এর যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে, যেন

তাদেরকে এসব আফসোস করতে না হয়। শুধু আফসোসের বর্ণনা নয়, আল্লাহ তাআলা আফসোস থেকে মুক্তির উপায়ও জানিয়ে দিয়েছেন। যেন আমাদের কোনও ক্ষতি না হয়, যেন আমরা শাস্তির মুখোমুখি না হই এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জান্নাতের জীবন লাভ করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুখময় জান্নাতের জন্য কবুল করুন, আমীন!



## আফসোস মানুষের নিত্যসঙ্গী



বই পড়তে হয় চোখ খুলে। অথচ আমি প্রথমেই আপনাকে বলছি, একবার চোখ বন্ধ করুন! চোখ বন্ধ করে ভাবুন—আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় আফসোস কোনটি?

আপনি বলতে পারেন, এটা তো আপেক্ষিক! যেমন, আফসোসের বিষয়টি নির্ভর করে আমাদের বয়সের ওপর। একজন শিশুর আফসোস আর একজন কিশোরের আফসোস এক নয়। আবার একজন যুবকের আফসোস আর বৃদ্ধের আফসোস এক নয়। তেমনিভাবে নারী-পুরুষের আফসোসেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

তবে একটি জায়গায় সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি মিল দেখা যায়। সেটা হলো সময়ের সাথে সাথে আমাদের আফসোসের বিষয়গুলো বদলে যায়!

আজকে আমি যে বিষয়ের জন্য খুব আফসোস করছি, কয়েকদিন পর সেটার জন্য আফসোস নাও করতে পারি! কয়েক মাস পর কিংবা কয়েকবছর পর হয়তো সেটা মনেই থাকবে না!

তাহলে আজকের ছোটখাটো আফসোসগুলো আমার কাছে এত বড় মনে হচ্ছে কেন? এর কারণ আমরা খুব সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পছন্দ করি। আমরা চোখে কেবল আজকের দিনটাই ভাসছি। কিংবা গতকাল অথবা সামনের কয়েকটি দিন। আমরা কেবল সেটাই ভাবতে পছন্দ করি, যা আমাদের চোখের সামনে থাকে। এজন্যই তো একটু আগে আপনাকে বলেছিলাম, ভাবুন! তবে চোখ খুলে নয়, চোখ বন্ধ করে!



আরও ভালো হয় যদি আপনি আমার সাথে একটি ‘থট এক্সপেরিমেন্টে’ অংশ নেন! এজন্য আপনাকে যা করতে হবে সেটা হলো কিছুই না করা! হ্যাঁ, এটা খুবই সহজ একটি পরীক্ষা।

আপনি কিছুই না করে চুপচাপ একটি ঘরে বসে থাকবেন! চাইলে ঘরের দরজা লাগিয়েও দিতে পারেন। যেন এই এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ে আপনাকে কেউ বিরক্ত না করে। এ সময়টুকু শুধু আপনার চিন্তার ওপর পূর্ণ মনোযোগ রাখুন! অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না। কোনও বই, মোবাইল, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, পিসি, টিভি, পত্রিকা—কোনোকিছুই যেন আপনার মনোযোগ বিয়িত না করে। নিজেই নিয়ে একটু ভাবুন, অন্তত অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও!

যদি ঠিকঠাক করতে পারেন, তাহলে দেখবেন, কিছুটা সময় পার হলে একের-পর-এক চিন্তা এসে আপনাকে ঘিরে ধরছে! ঘিরে ধরছে চারদিক থেকে! এ বিষয়টা অনেকটা কচুরিপানা-ভর্তি পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতো। যদি পানিতে বড় আকারের ঢিল ছুড়েন, তাহলে বড় ঢেউ পাবেন। দেখবেন ঢেউয়ের ধাক্কায় পুকুরে একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে। কচুরিপানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। মাঝখানে একটি খালি জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু এটা শুধু অল্প সময়ের জন্য। পানির আন্দোলন থেমে যাওয়ার সাথে সাথে আবার চারদিক থেকে কচুরিপানা এসে সেই জায়গাটি মিলিয়ে দিবে। ঠিক একইভাবে, আপনি যতই একা থাকুন, চিন্তাগুলো আপনাকে একা থাকতে দিবে না। বরং একাকিত্বের সময় আরও কঠিনভাবে ঘিরে ধরবে আপনাকে।

এটাই হয় যখন আমরা নিজেদেরকে সবকিছু থেকে আলাদা করে ফেলি। দুনিয়াতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষ একা থাকে অথবা থাকতে বাধ্য হয়। এরকম জায়গা কী কী আছে বলুন তো! আমি কয়েকটা নাম বলে দিচ্ছি; কারাগার, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম ও এজাতীয় কিছু পুনর্বাসন কেন্দ্র। সেখানে আপনাকে রেখে দেওয়া হয় একা। আপনার চিন্তার সাথে একাকী অবস্থান করার জন্য। যদিও তা পুরোপুরি একাকিত্বের স্বাদ দিতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে চিন্তার বোঝা বাড়তে থাকে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নানা রকমের প্রশ্ন।

তখন বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে। কিছু স্মৃতিচারণ, কিছু আনন্দ, কিছু সুখ, কিছু দুঃখ। বলুন তো! এসবের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুভূতি কোনটি? হয়তো একমত হবেন, সবচেয়ে প্রভাবশালী

অনুভূতি হলো আফসোস! জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকালে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি আবেগতাড়িত করে।

নিজেকে নিয়ে ভাবলে, আপনি বুঝতে পারবেন, অমুক কাজটি করা উচিত হয়নি বা অমুক কাজটি করা উচিত ছিল। সেই সময়ে ঐ কাজটি ‘করলে’ বা ‘না করলে’ আপনার জীবন বদলে যেতে পারত! এ এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা! এটা আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। দমবন্ধ করে ফেলবে। কিছুতেই মুক্তি পাবেন না। পেন্সিলে আঁকা ছবি হয়তো চাইলে সহজেই রাবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়, নতুন করে আঁকা যায়। কিন্তু জীবনে আঁকা ছবিগুলো কখনও মুছে দেওয়া যায় না। চাইলেই নতুন করে কোনোকিছু আর আঁকা যায় না।

আজকে যেটা আমাদের কাছে মূল্যবান, কাল সেটা মূল্যবান নাও থাকতে পারে। সময়ের সাথে সাথে আমাদের মূল্যায়ন পরিবর্তিত হয়। মানুষের দৃষ্টি খুবই সীমিত। আর মানুষ মাত্রই ভুল করে। সবচেয়ে বেশি ভুল করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। এজন্য জীবনের পাতায় যোগ হতে থাকে একের-পর-এক ব্যর্থতা আর দীর্ঘ হতে থাকে আফসোসের তালিকা।

কিছু আফসোস আমাদের আজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়। শেষ বয়সে এসে এর অনুশোচনা আর অনুতাপের শেষ থাকে না। এরপর একদিন কিছু না বলেই চলে আসে মৃত্যু! কিন্তু জানেন কি? মৃত্যুর পরেও আফসোস মানুষের পিছু ছাড়ে না! কোনও মানুষকেই না! ‘আফসোস’ মানুষের জীবনের থেকেও বড়।

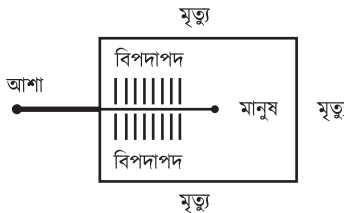


## আশা পূরণ হলো না!

আরেকটা প্রশ্ন করি? আমরা কখন আফসোস করি বলুন তো? ভবিষ্যতের ব্যাপারে নাকি অতীতের ব্যাপারে? ভবিষ্যতের ব্যাপারে ‘আফসোস’ শব্দটি প্রযোজ্য হয় না। ভবিষ্যতের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করলে, সেটাকে বলে আশঙ্কা। আফসোস কেবল অতীতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যখন আমরা পেছন ফিরে তাকাই, আর দেখি আমাদের অমুক-অমুক আশা পূরণ হয়নি, তখন আমরা আফসোস করি।

দুনিয়ার জীবনে কখনোই আমাদের শতভাগ আশা পূরণ হবে না। এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। আমাদের জীবন যত বড়, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার থেকেও বেশি। তাই মৃত্যুর পরে অনেক আশা অপূর্ণ রয়ে যাবে, রয়ে যাবে আফসোস! হ্যাঁ, নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে এটাই বুঝিয়েছেন।

‘তিনি একদিন মাটিতে একটি চারকোণা ঘর আঁকলেন। ঘরের মাঝ বরাবর একটি লম্বা সরলরেখা টানলেন। এটি চারকোণা ঘরের বাইরে চলে এল। আর মাঝের রেখাটির ডানে বামে কতগুলো আড়াআড়ি রেখা টানলেন। এরপর সাহাবীদের বললেন, “বড় রেখাটি হলো মানুষের জীবন! আর এটা (চারদিকের রেখা) হলো মৃত্যু। চারদিক থেকে মৃত্যু তাকে ঘিরে আছে। সরলরেখার যে অংশটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে, সেটি হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা! আর ছোট রেখাগুলো হলো বিপদ-আপদ। একটি বিপদ থেকে রেহাই পেলেও আরেকটি বিপদ মানুষকে ঘিরে ধরে।”<sup>[১]</sup>



[১] বুখারি, ৬৪১৭; তিরমিধি, ২৪৫৪; ইবনু মাজহ, ৪১৩১।



## যে আফসোস চিরকালের!



আজকে আমরা যেসব ছোটখাটো আফসোস নিয়ে পড়ে আছি, কাল সেগুলো মনেই থাকবে না!

কথাটি দুনিয়ার ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারটি এমন নয়। তখন সময়ের আবর্তে কোনও আফসোস হারিয়ে যাবে না। বরং আক্ষেপের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। ভুলে যাবেন না, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হলো সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মত। শুধুমাত্র বিচারের দিনটিই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ! আর সেদিন মানুষ কি নিয়ে আফসোস করবে জানেন? একটু ভালো আমলের জন্য!

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর পর আফসোস করবে না।” সাহাবিরা বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের জন্য আফসোস করবে?” নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “সে যদি নেককার হয় তবে আফসোস করবে, কেন আরও বেশি ভালো কাজ করল না। আর যদি বদকার হয়, তবে আফসোস করবে, কেন এসব থেকে বিরত থাকল না!”<sup>[২]</sup>



## আফসোসের দিন, ইয়াওমুল হাসরা



আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (৭৩)

“(হে নবি!) আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা উদাসীন হয়ে আছে এবং ঈমান আনছে না।”<sup>[৩]</sup>

যে বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ তার তত প্রতিশব্দ থাকে। শুধু আরবি নয়, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা দেখা যায়। এজন্যই দেখবেন, কুরআনে বিচার দিবসের অনেকগুলো নাম এসেছে। এরকম একটি নাম হচ্ছে ‘ইয়াওমুল হাসরা!’

হাসরা (حَسْرَةٌ) - মানে অনুশোচনা, দুঃখ, আফসোস। আমরা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনও কিছুর আফসোসে দুঃখভারাক্রান্ত হই, সেটাই হলো হাসরা।

আজকে আমরা দুনিয়ার বিষয়াদি নিয়ে আফসোস করি। দুনিয়াতে এমন কোনও মানুষ পাওয়া যাবে না, যার কোনও আফসোস নেই। হয়তো আপনার কোনও

[৩] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৯।

কাছের মানুষ মারা গিয়েছে। তখন আপনি আফসোস করছেন, হায়! তার সাথে যদি আরেকটু ভালো ব্যবহার করতে পারতাম, যদি আরেকটু খিদমত করতে পারতাম! যদি আরেকটু সময় দিতে পারতাম! যদি তাকে খুশি করার মতো কোনও কথা বলতে পারতাম! এই তালিকার শেষ নেই! কিন্তু কাল বিচারের দিনে আমাদের প্রধান আফসোস কি হবে জানেন? আখিরাতের জন্য কোনও প্রস্তুতি গ্রহণ না করার আফসোস!

فَدَّ حَسِيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا  
عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿١٣﴾

“নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামাত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে, হায় আফসোস, এ ব্যাপারে আমরা কতই না অবহেলা করেছি।”<sup>[৪]</sup>

আল্লাহ তাআলা আগেই কুরআনে এসব আফসোসের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, যেন সেদিন কাউকে আফসোস না করতে হয়। আল্লাহ বলেন,

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ

“যাতে কেউ না বলে, হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।”<sup>[৫]</sup>

[৪] সূরা আনআম, ৬ : ৩১।

[৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৬।



## আফসোস কী ইতিবাচক না নেতিবাচক?



কোনও কিছুর জন্য আফসোস করা খুবই শক্তিশালী একটি অনুভূতি। যদি কারও ঈমানি শক্তি না থাকে এবং জীবনের প্রতি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তাহলে সে এই আবেগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমনকি আফসোসের কারণে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। নিঃসন্দেহে এমন আফসোস নেতিবাচক।

শেষ বিচারের দিনে কিছু মানুষ থাকবে যারা আফসোসের কারণে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। একটু আগেই বলেছি, শেষ বিচারের দিনের একটি নামই হচ্ছে ‘ইয়াওমুল হাসরা’ বা আফসোসের দিন। সেদিন মানুষ শুধু নিজের কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে, হয় হয় করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

‘(হে নবি!) আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন।’<sup>[৬]</sup>

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ‘আফসোস’ হলো একপ্রকার নেতিবাচক জ্ঞানগত (কগনিটিভ) বা আবেগিক অবস্থা। যখন কোনও নেতিবাচক ফলাফলের জন্য ব্যক্তি নিজেকে দোষারোপ করে কিংবা যা ঘটে গেছে তার পরিবর্তে যা ঘটতে পারত, এই চিন্তায় যখন কেউ মনোবেদনা অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে যদি আগের ভুল কাজটির পরিবর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত—এটাই হলো আফসোস করা।

দুনিয়াবি বিষয়ে বৃদ্ধদের তুলনায় তরুণদের সামনে আফসোস কাটিয়ে ওঠার কিছু সুযোগ থাকে। যেমন—পড়ালেখা, চাকরি, ক্যারিয়ার, প্যারেন্টিং, দাম্পত্য সম্পর্ক, অবসরযাপন ইত্যাদি। তবে আখিরাতের মানদণ্ডে চিন্তা করলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে সংশোধনের সুযোগ থেকেই যায়। এখানে যুবক-বৃদ্ধ কোনও ভেদাভেদ নেই। কারণ হতাশা থেকে মুক্তির জন্যেই তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম নামক জীবন-বিধান দান করেছেন।

হার্ভার্ড নিউজলেটার (Harvard Newsletter) পত্রিকায় একবার এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা ছাপল। ঘটনাটি সত্যিই অদ্ভূত! এক লোক সবসময় একটি নির্দিষ্ট নাম্বারে লটারির টিকেট কিনত। আর আশা করত, হয়তো কোনও এক সময় এই নাম্বারেই লটারি জিতে যাবে। একবার মনের ভুলে সে লটারির টিকেট কিনতে ভুলে গেল। এরপর দেখা গেল, সেবার ওই নাম্বারের টিকেটই লটারি জিতেছে। তখন ব্যাপক হতাশা ও আফসোস লোকটিকে ঘিরে ধরল! শুধু একবার টিকেট কিনল না, আর ঐবারই কি না ঐ নাম্বারের টিকেট পুরস্কার জিতে গেল! এই চিন্তা তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল, যা সবসময় তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কিছুতেই সে এই আফসোস থেকে মুক্তি পাচ্ছিল না। একসময় আত্মহত্যা করে লোকটি মুক্তির পথ খুঁজল!<sup>[৭]</sup>

দেখুন, এই হচ্ছে দুনিয়াবি মানুষদের পরিণতি। আসলে লোকটির অন্তরে যদি আখিরাতের ভয় থাকত, তাহলে কখনোই আত্মহত্যার পথ বেছে নিত না। কারণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘কোনও ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে।’<sup>[৮]</sup>

[৭] [https://www.health.harvard.edu/newsletter\\_article/Commentary\\_The\\_value\\_of\\_regret](https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Commentary_The_value_of_regret)

[৮] বুখারি, ৫৭৭৮; মুসলিম, ১০৯; তিরমিধি, ২০৪৩।



## ইসলাম দেখায় মুক্তির পথ

যুবকের কথা তো শুনলেন! এবার এক বৃদ্ধের ঘটনা শুনুন। দেখুন, ইসলাম কীভাবে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। হতাশা থেকে আশার বাণী শোনায়ে।

‘একবার এক অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল। লোকটি বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! একলোক এত বড় গুনাহগার যে সে ছোট-বড় কোনও প্রকার গুনাহ করতেই বাদ রাখেনি। কোনও অশ্লীল কাজ করা বাদ দেয়নি। জীবনভর নিজের খেয়াল-খুশি পূরণ করে এসেছে। এই ব্যক্তির কি তাওবার কোনও উপায় আছে?’

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?”

লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ! আমি এই কথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও শরীক নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল।’

নবিজি বললেন, “গুনাহ করা ছেড়ে দাও আর ভালো আমল করতে থাকো। আল্লাহ তোমার গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন!”

লোকটি বলল, ‘ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে? এমনকি আমার বিশ্বাসঘাতকতা, আমানতের খিয়ানত, অশ্লীল কাজগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হবে?’ নবিজি বললেন, ‘হ্যাঁ।’

লোকটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ‘আল্লাহু আকবার! এরপর খুশিতে তাকবীর দিতে দিতে ও কালিমা পড়তে পড়তে সেখান থেকে চলে গেল।<sup>[৯]</sup>

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ

[৯] তাবারানি, ৭২৩৫; খতীব বাগদাদি, ৪/১২১।

তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল,  
পরম দয়ালু।”<sup>[১০]</sup>

কোনও কিছুর জন্য আফসোস করা খুবই বেদনাদায়ক একটি অনুভূতি—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এটি কিছু ক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক। যেমন—ভুল কাজের জন্য আফসোস করা, অন্ততপ্ত হওয়া, নিজেকে তিরস্কার করা ও ভবিষ্যতে সেই কাজটি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে একজন ব্যক্তি ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারে। তখন সেই বেদনা একটি শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তির মাধ্যমে আমরা ভুল পথের পরিবর্তে সঠিক পথ বেছে নিতে পারি। নিজের একাগ্রতা ও মনোযোগ ধরে রাখতে পারি। কিন্তু যদি ভুল সংশোধনের কোনও সুযোগ না থাকে, তখন অনুশোচনা ও আফসোসের অনুভূতি মানুষের স্মৃতিকে কুড়ে কুড়ে খায়। তখন আমরা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ও দৈহিক পীড়ায় আক্রান্ত হই।

### আফসোস দুই রকমের হতে পারে—

১. একটি হলো যা করেছি, সে জন্য আফসোস করা।
২. অপরটি হলো যা করিনি, কিন্তু করা উচিত ছিল সেজন্য আফসোস করা।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, স্বল্পমেয়াদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, আমরা প্রথম প্রকারের আফসোস করি। অর্থাৎ যেসব ভুল কাজ করেছি সেগুলোর জন্য আফসোস করি। আর দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ধরনের আফসোস অনুভব করি। অর্থাৎ যা করিনি, সেজন্য আফসোস করি।<sup>[১১]</sup>

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের উভয় প্রকারের আফসোসের কথাই এসেছে। যেমন: মানুষ আফসোস করবে, হয় আমি যদি রাসূলের পথ অনুসরণ করতাম! যদি শয়তানের পথ অনুসরণ না করতাম! যদি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারতাম! যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! যদি শিরক না করতাম! যদি সমাজের বড় নেতা ও সর্দারের কথা না শুনতাম, যদি আখিরাতের জন্য কিছু আমল অগ্রিম পাঠাতাম ইত্যাদি।

[১০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০।

[১১] <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mindful-self-express/201205/the-psy-chology-regret>

এখানে একটি বাস্তবতা মনে রাখা জরুরি। দুনিয়াতে আফসোসের কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও আখিরাতে আফসোসের কোনও ইতিবাচক দিক নেই। কারণ মৃত্যুর পর নিজের ভুল সংশোধনের কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে না। আখিরাতে আফসোস কেবল মনোবেদনা ও শাস্তি হিসেবে আসবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীদের সামনে সেসব আফসোসের দৃশ্য তুলে ধরেছেন যেন আমরা আগেই সতর্ক হয়ে যাই। কারণ আফসোস যখন স্বয়ং শাস্তি হিসেবে দেখা দিবে তা বান্দার জন্য রব হিসেবে আল্লাহ তাআলা সেদিন দেখতে চান না। সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা ও ইস্তিগফারের সুযোগ রয়েছে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাফ চাইলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, এই আশা নিয়ে মাফ চাইতে হবে। আন্তরিকভাবে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটানো চলবে না। মানুষের অধিকার নষ্ট করলে তার হিসেব চুকিয়ে নিতে হবে। ভুল করে ফেললে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তখন ‘আফসোস’ একটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত হবে। আগেই বলেছি, আখিরাতে আফসোস করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু কিয়ামাতের আফসোসের বর্ণনা থেকে শিক্ষা নিলে আপনি দুনিয়াতে পাঁচটি উপকারিতা ও কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন—

এক. দুনিয়ার বাস্তবতা বোঝা।

দুই. ভবিষ্যতে একই ভুল না করা।

তিন. আত্মপর্যালোচনা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা।

চার. পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

পাঁচ. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য নিজের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।



মৃত্যুর পর মানুষের  
**আফসোস**



## প্রথম আফসোস

# যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম!

শেষ বিচারের দিন। এদিন মানুষকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহর সৃষ্টিতে এরচেয়ে ভয়ংকর দিন আর নেই। সেদিন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই একত্রিত হবে একটি সমতল ময়দানে। শুধু জিন আর মানুষ নয়, পশু-পাখিদেরকেও বিচারের জন্য উঠানো হবে। সেদিন বিচারের ময়দান হবে আমার মতো উত্তপ্ত। সেখানে কোনও উঁচুনিচু থাকবে না, আড়াল থাকবে না, থাকবে না কোনও ছায়া। ঘটতে থাকবে একের-পর-এক ভয়ানক ঘটনা। কিন্তু মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্যকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে না। সেদিন মানুষ থাকবে উলঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু ভয়-ভীতি, আফসোস আর আতঙ্ক এমনভাবে তাদেরকে ঘিরে ধরবে যে, কেউ কারও দিকে তাকানোর চিন্তাও করতে পারবে না। মনে হবে সবাই নেশাগ্রস্ত, মাতাল। কিন্তু সেদিন কোনও মাদকতা থাকবে না। মানুষ নেশাগ্রস্ত হবে নিজের অবস্থা ও পরিণতি চিন্তা করে। কারণ তখন চারিদিক থেকে আল্লাহর আযাবের বিভিন্ন নমুনা দেখতে পাবে। মাথার একটু ওপরেই থাকবে সূর্য! মানুষ থাকবে ঘর্মান্ত। একেকজনের ঘাম একেক রকম হবে। কারও গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত আবার কেউ ঘামের ভেতরই ডুবে যাবে!

এই অবস্থায় কেউ কোনও কথা বলার অনুমতিও পাবে না। দিশেহারা হয়ে মানুষ এদিক-সেদিক দৌড়াতে থাকবে। অথচ কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না! একপর্যায়ে মানুষের সামনে জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হবে। জাহান্নামের লাগামের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার! একেকটি লাগাম ধরে টানবেন সত্তর হাজার ফেরেশতা!

জাহান্নামের আগুন হবে কালো, অন্ধকার। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মানুষ বলতে থাকবে, হায় যদি আমাদেরকে আবার দুনিয়ায় পাঠানো হতো!

পাঠক! কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা এসব দৃশ্য আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা কি জানেন? আমরা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করি না। মনের পটে এর ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি না। যদি আমরা কুরআনের আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতাম, তাহলে আমাদের সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। কোনটা করণীয় আর কোনটা বর্জনীয়, কোন পথে মুক্তি আর কোন পথে ধ্বংস—সুস্পষ্টরূপে আমাদের চোখে ধরা পড়ত। এই কিতাবটি এক জীবন্ত মু'জিযা। এটি কখনও পুরনো হবে না, কখনও ফুরিয়ে যাবে না। আসুন, **আমরা প্রথম দৃশ্যের দিকে মনোযোগ দিই,**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

“আপনি (বড় ভয়ানক দৃশ্য দেখবেন), যদি (ওদের) তখন দেখেন, যখন ওদের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে! আর ওরা আফসোস করে বলবে, ‘হায়! আমাদের যদি আবার (দুনিয়ায়) পাঠানো হতো! তা হলে আমরা আমাদের রবের আয়াতগুলি অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।”<sup>[১২]</sup>

অন্য আয়াতে এসেছে, তারা দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে নেক আমল করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا

نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٢١﴾

“(আপনি বড় করুণ অবস্থা দেখবেন), যদি আপনি (ওদের তখন) দেখেন, যখন অপরাধীরা আপন রবের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে (এবং বলবে,) ‘হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা নেক আমল করতে পারি। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।”<sup>[১৩]</sup>

এখানে আরেকটি দৃশ্যের বর্ণনা পড়ুন!

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠١﴾

“যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনোই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।”<sup>[১৪]</sup>

এখানে যে আফসোসের বর্ণনা এসেছে, সেটা হলো মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থার আফসোস। মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখেই মানুষ আফসোস করতে শুরু করবে, যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে আসা যেত, যদি আরও নেক আমল করা যেত! কিন্তু আফসোস করে কোনও লাভ হবে না। একবার মৃত্যুর ফেরেশতা চলে এলে আর সময় পাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠١﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٣٠١﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿٤٠١﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلُو عَلَيْنَا فَمَا كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿٥٠١﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿٦٠١﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عِندَنَا قَاتِنًا

[১৩] সূরা সাজদা, ৩২ : ১২।

[১৪] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০০।

﴿طَالِمُونَ﴾ (৭০) ﴿قَالَ أَحْسَبُهَا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ (৮০)

“অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দক্ষ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

তোমাদের সামনে কি আমার আয়াত সমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হবো। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনও কথা বলো না।”<sup>[১৫]</sup>

আজকাল অনেকেই নানারকম আজগুবি প্রশ্ন করেন। যারা ইসলামে অবিশ্বাসী তারা একের-পর-এক ভিত্তিহীন প্রশ্ন উস্কে দিয়ে মানুষকে সংশয়গ্রস্ত করে দেন। এরকম একটি প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ার জীবন যদি যাট-সত্তর বছরের হয়, তাহলে আখিরাতে কেন অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ওপরের আয়াতগুলোতে। আল্লাহ তাআলা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, সেদিন মানুষ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে যেন তারা সৎকর্ম করতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের মুখের কথা। আবারও যদি তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, তারা ঠিক একই কাজ করবে যা আগে করে এসেছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আর কোনও সুযোগ দেবেন না। তিনি বললেন, ‘তোমরা আমার সাথে কোনও কথা বলো না!’ কিন্তু কত সৌভাগ্য আমাদের! আজকে দুনিয়াতে বসেই আমরা কুরআনের পাতায় এসব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আখিরাতে খবর জানতে পারছি। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং সময় থাকতেই নিজের জীবনকে শুধরে নেওয়া উচিত।

[১৫] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ১০১-১০৮।



## এই আফসোস হবে তিনটি কারণে

ওপরের আয়াতগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা **তিনটি কারণে** এই আফসোস করবে;

**এক.** আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার কারণে

**দুই.** ঈমান না আনার কারণে

**তিন.** নেক আমল না করার কারণে

ইসলামের মৌলিক যে তিনটি বিষয়—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—সেগুলোকেই তারা অবিশ্বাস করত।

**এক নম্বর**—আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সফলতার জন্য যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাবকে, কিতাবের আয়াতসমূহকে তারা অস্বীকার করত। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতকে তারা মানত না। কুরআনকে কল্পকাহিনি, কবিতা, জাদু বা পাগলের প্রলাপ, অসাড় কথা ইত্যাদি বলে হাসি-তামাসা করত। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। রাসূলের দাওয়াত কবুল করত না। বরং রাসূলকেই উল্টো কষ্ট দিত।

**দুই নম্বর**—তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত, আল্লাহর একত্ববাদে সংশয়বাদী ছিল। তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাওহীদ অবলম্বন করেনি। ইসলাম গ্রহণ করে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

**তিন নম্বর**—আখিরাতের প্রতি তো তাদের বিশ্বাসই ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল দুনিয়ার জীবনই শেষ। এরপর আর কিছুই নেই। তাই নেক আমল করার কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

ইসলামের মৌলিক এই তিনটি আকীদা সম্পর্কেই তারা উদাসীন ছিল। এগুলোর ওপর তারা ঈমান রাখত না। ফলে কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে আগুনের সামন দাঁড় করানো হবে, তখন বলবে-

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٢١﴾﴾